23

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৪ ......

রাজশাহী ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বহিরাগত অছাত্রদের আমদানী ও দাপট বাড়ছে

যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। ক্যাম্পাসে অছাত্র বহিরাগতদের আমদানী এবং তাদের দাপট বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ এ্যাকশনও বেড়েছে। যে কোন সময় চর দখলের ন্যায় ক্যাম্পাস ও হল দখলের মত রক্তক্ষয়ী ও ঘৃণ্য কাজ শুরু হতে পারে। পুলিশের উপস্থিতিতেই তা হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ছাত্র-ছাত্রী এবং তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

ক্যাম্পাসে বহিরাগত অছাত্রদের দাপটে ছাত্রসমাজ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় তারা হামলার শিকার হতে পারে বলে আশংকা করছে। তাদের অভিযোগ, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রশাসনের সহায়তায় পুলিশের নাকের ডগায় অছাত্র-বহিরাগতদের নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিদিন ক্যাম্পাসে মহড়া দিচ্ছে। তারা পুলিশের সামনে হলগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। পুলিশ প্রহরা রয়েছে প্রতিটি হলের গেটে। আবাসিক ছাত্র ছাড়া হলে কেউ ঢুকতে না পারলেও এদের জন্য কোন সমস্যা নেই বলে ছাত্ররা জানায়। ছাত্রদের অভিযোগ পুলিশের সামনেই যে কোন সময় চর দখলের ন্যায় হল ও ক্যাম্পাস দখলের মত জঘন্য কর্মকান্ড শুরু হতে পারে। এদিকে পুলিশী এ্যাকশন অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিবির কর্মীদেরকে দেখামাত্রই গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের কার্যক্রম পুলিশ অনেকটা নিষিদ্ধ করেছে বলা যায়। গত দশদিনে পুলিশ প্রায় অর্ধশত শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে একজন কলেজ শিক্ষক, সাইফুল ইসলাম লিটন নামে জনৈক সাংবাদিক এবং একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থীও রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের অমানুষিক নির্যাতনও চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ছাত্র শিবির কেন্দ্র ঘোষিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অচলাবস্থার জন্য সরকার এবং তাদের মদদপুষ্ট ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও পুলিশ কমিশনারকে দায়ী করে তাদের পদত্যাগ দাবী করেন। কড়া পুলিশ প্রহরায় তিনটি রুটে গাড়ী চালানোর চেষ্টা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দু'চারজন ছাত্র নিয়ে কয়েকটি বিভাগের সরকার সমর্থক শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন। এদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় পুলিশ কমিশনারের দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে শিবির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, শিবিরের বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনার আদাজল খেয়ে লেগেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে জনসম্মুখে কলেজ শিক্ষক গিয়াসকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। মাইনুল ইসলামের শরীরে এখনো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয় জামায়াত নেতৃবৃন্দ এবং শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফোনে পুলিশ কমিশনারের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করলে তাদের সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে পুলিশ কমিশনারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছি কি-না মনে নেই। শিবির সভাপতি আমার সাথে আলাপ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। শিবির ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস করছে। তাদের সহায়তাকারীদেরকেও গ্রেফতার করা হচ্ছে। গ্রেফতারকৃতদের নির্যাতন এবং ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যা পারো তাই লেখো গিয়ে।